নদীর ছলাৎছল শব্দ শুনে কৈশোর পেরিয়ে যুবক হওয়া— সেসব কি সহজে মুছে যায়? না কি মুছে ফেলা যায়? হাসান আজিজুল হক যেমন লিখেছেন তাঁর এক স্মৃতিচারণে ছেলেবেলায় পূজারি ব্রাহ্মণ পাঠশালার পুরুতমশাইয়ের লক্ষ্মীপুজোর পরে নাড়ু, সন্দেশ, নকুলদানা খাওয়ার আনন্দ-অভিজ্ঞতা। আবার প্রয়াত লেখক সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় এক সাক্ষাৎকারে বলেছিলেন— " ৪৭ এর ১৫ আগস্ট সকালে বাবা ভাঙা ভাঙা গলায় বলেছিলেন, ভারত স্বাধীন হল, আর আমরা আমাদের দেশ হারালাম। সেই হারানোর বেদনা এত বছর পরেও বুকের মধ্যে টনটন করে।"

দেশ ভাগের ক্ষত আর বুকের মধ্যে নিঃশব্দ রক্তক্ষরণ নিয়ে বাসাবদল ঘটল এপার-ওপারের মানুষগুলোর। মাঝখানে প্রহরীর মতো দাঁড়িয়ে থাকল কাঁটাতারের প্রাচীর। কারুর শৈশব, কারুর কৈশোর, আবার কারুর যৌবন হল দ্বি-খণ্ডিত। তবে জীবন তো স্রোতস্বিনী নদীর মতো, তাই নানা ঘাত-প্রতিঘাত, বিপর্যয় আর শোকের মধ্যে দিয়ে এগিয়ে চলে। বাইরের ঝড় সামলে মানুষ আবার নিজের মতো করে গড়ে তোলে ঘর গেরস্থালি। সংসার সাজায়, 'আমার সন্ততি স্বপ্নে থাক' এই বিশ্বাসে প্রদীপ জ্বালায় তুলসীতলায়। শঙ্খধ্বনি আর সন্ধ্যার আজান যখন মিলেমিশে যায়, তখন হয়তো কর্ণফুলি নদীর ওপর দিয়ে উড়ে যায় নীড়মুখি পাখির দল। সংসারে থিতু হয়ে বসতে না বসতেই আবার ছোবল মারে দাঙ্গারূপী বিষাক্ত সাপ। পূর্ব পাকিস্তানের মানুষ আস্তে আস্তে বুঝতে পারে যে, আসলে ধর্মের ভেদে নয়, ভাষা আর সংস্কৃতির ভিন্নতায় বাঙালি আর অবাঙালি হয়ে উঠেছে দুটো আলাদা জাতি। এই চেতনার স্রোত ধরে পূর্ব পাকিস্তানে আত্মপ্রকাশ করল ভাষা আন্দোলন। পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা হবে উর্দু— এই ঘোষণা পূর্ব বাংলার বাংলাভাষী সাধারণ মানুষের মধ্যে জন্ম দেয় ক্ষোভ ও ক্রোধের। প্রতিবাদে উত্তাল হয় দেশ। নিজেদের প্রাণের ভাষা-মাতৃভাষার দাবিতে আন্দোলন দ্রুতগামী হয়। প্রতিরোধের প্রচেষ্টাতে সক্রিয় পুলিশ ১৪৪ ধারা জারি করে। ঢাকা শহরে মিছিল, সমাবেশ নিষিদ্ধ হয়। ১৯৫২ সালের ২১ ফেব্রুয়ারি এসব নির্দেশ অমান্য করার ফলে আন্দোলনকারীদের ওপরে নির্বিচারে গুলি বর্ষিত হয়। ঢাকার রাজপথ ভেসে যায় সালাম, বরকত, রফিক, আব্দুল, জব্বারের মতো তাজা তরুণের রক্তে। সম্ভাবনাময় পাঁচটি তরুণের প্রাণের বিনিময়ে বাংলা ভাষা মান্যতা পায় এবং আজ সেই ভাষা আন্তর্জাতিক ভাষা হিসেবে বিশ্বের দরবারে স্বীকৃত। ২১ ফেব্রুয়ারির বিশেষ দিনটি আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসরূপে পালিত হয় সব দেশে। সাংবাদিক লেখক আবদুল গাফফার চৌধুরীর কলমে লেখা গান— "আমার ভাইয়ের রক্তে রাঙানো একুশে ফেব্রুয়ারি/আমি কি ভুলিতে পারি"— দেশের কাঁটাতারের বেড়া পেরিয়ে স্পর্শ করেছিল এপারের মানুষের হৃদয় ও মনকেও।

এইভাবে সময়ের প্রবাহমানতার মধ্যে এগিয়ে চলল এপার বাংলার মানুষের জীবন। "তুমি হিন্দু, ভাগের এপাশে পড়েছ, তাই ভাগো হিন্দুস্থান/ আমি মুসলমান তাই আমার দেশ পাকিস্তান।" — সন্ত্রস্ত অত্যাচারিত হয়ে যারা আবার নিজেদের সবকিছু ফেলে দেশের সীমানা পেরিয়ে এপারে চলে আসতে বাধ্য হল— তাদের ভিটেবাড়ি, জমি, জায়গা সব হয়ে গেল শত্রু সম্পত্তি। শাসকশ্রেণি নতুন আইন তৈরি করল 'শত্রু সম্পত্তি আইন'। ভাষা আন্দোলনেই প্রতিরোধ, প্রতিবাদ শেষ হল না। পাকিস্তানের আধিপত্যবাদী শাসন থেকে মুক্তি পেতে চলল একের পর এক আন্দোলন— শিক্ষা কমিশনের বিরুদ্ধে আন্দোলন, রবীন্দ্রসংগীত বিরোধিতার বিরুদ্ধে আন্দোলন, ঊনসত্তরের গণ আন্দোলন। এই ক্ষোভ, এই ক্রোধের কারণ নিহিত ছিল পাকিস্তানি শাসকদের হীন মানসিকতায়। পাকিস্তানি জেনারেলরা পূর্ব পাকিস্তানের বাঙালি মুসলমানদের মনে করতেন হিন্দু-অনুরক্ত এবং

Scanned with CamScanner